মেহেরপুর হাসপাতালের বড়বাবু হাবিব কোটিপতি!

১২তম গ্রেডের কর্মচারী হিসেবে ২১৩৮০ টাকা স্কেল অনুযায়ী সর্বসাকূল্যে ৩১ থেকে ৩২ হাজার টাকা মাসিক বেতন পান মীর হাবিবুর রহমান। বর্তমানে তিনি মেহেরপুর ২৫০ শয্যা জেনারেল হাসপাতালের প্রধান অফিস সহকারী কাম হিসাবরক্ষক (বড়বাবু) পদে কর্মরত রয়েছেন। করেননা কোন ব্যবসাও। চাকরিবিধি অনুযায়ী ব্যবসাও করতে পারবেন না। কিন্তু আলাদিনের চেরাগ পাওয়ার মত কয়েক কোটি টাকা সম্পদের মালিক বনে গেছেন তিনি। তার এ সম্পদের উৎস কি? এ নিয়ে হাসপাতালের স্টাফদের মধ্যে চলে আলোচনা।

মীর হাবিবুর রহমান হাবিব একই কর্মস্থলে রয়েছেন ১৩ বছর। এর আগে গানী উপজেলা হাসপাতালে ছিলেন ১৪ বছর। একই জেলায় দীর্ঘদিন থাকায় হাসপাতালের মেডিকেল যন্ত্রপাতি (এমএসআর) ঔষধসহ বিভিন্ন দ্রবাদি, রোগীদের খাবার, মেইনটেনেন্স এমনকি সবক্ষেত্রেই ঠিকাদারদের সাথে তৈরি হয়েছে সখ্যতা। সেখান থেকে কমিশন বাণিজ্যর মাধ্যমে তিনি অর্থবিত্তের মালিক বনে গেছেন বলে অভিযোগ রয়েছে। এছাড়াও হাসপাতালেল দুটি এ্যাম্বুলেন্সকে তিনি নিজের মত করে ব্যবহার করেন। অভিযোগ রয়েছে এ্যাম্বুলেন্সে করে তার স্ত্রী, মেয়েসহ পরিবারের সদস্যদের গাংনীসহ বিভিন্ন স্থানের যাতায়াত করেন প্রতিনিয়ত।

হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে, প্রতিবছর কমপক্ষে চার কোটি টাকার এমএসআর ক্রয় করা লাগে। কোন কোন বছর অতিরিক্ত বরাদ্দও দিতে হয়।

যখন যে সরকার ক্ষমতায় এসেছে তখন সেই এমপির সাথে সখ্যাতা গড়ে তুলেন মীর হাবিবুর রহমান। ২০১৯ সালে জাতীয় নির্বাচন কালীন সময়ে বিভিন্ন গোয়েন্দা বিভাগের তদন্ত প্রতিবেদনের ফলে তাকে বরিশালে বিভাগে বদিল করা হয়। কিন্তু ক্ষমতাবলে তিনি সেই বদলি আদেশ পরিবর্তন করে একই স্থানে রয়েছেন।

মীর হাবিবুর রহমানের সম্পদ অনুসন্ধান করে জানা গেছে, মেহেরপুর শহরের নতুন পৌর ঈদগাহের সামনে তিন তলা ভবন একটি, পাশেই একতলা আরেকটি ভবন একটি মহিলা মাদ্রাসাকে ভাড়া দেওয়া হয়েছে। জমিসহ ভবন দুটির মূল্যে কোটি টাকার বেশি হবে। গাংনী বাজারের স্মরণিকা

মার্কেটে হাবিবা লেডিস কর্ণার নামের গার্মেন্টস, যেখানে প্রায় অর্ধকোটি টাকা বিনিয়োগ করা হয়েছে। নিজ গ্রাম মেহেরপুর সদর উপজেলার শ্যামপুরসহ বিভিন্ন স্থানে ২৫ থেকে ৩০ বিঘা জমি ক্রয় করেছেন। যার মূল্যে কোটি টাকার বেশি। মীর হাবিবুর রহমানের তিন মেয়ে ও এক পুত্র সন্তান। ছেলে একটি নামকরা প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে সিএসই কম্পিউটার সায়েন্স এ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের লেখাপড়া করে।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক হাসপাতালেল কয়েকজন চিকিৎসক ও স্টাফ জানান, হাসপাতালের বড়বাবু হাবিব কোটি কোটি টাকার মালিক হয়েছেন শুধুমাত্র কমিশন বাণিজ্য করে। দীর্ঘদিন একই কর্মস্থলে থাকার কারণে তিনি এই সুযোগ পেয়েছেন। এছাড়া বড়বাবু হওয়ার কারণে তার বিরুদ্ধে কেউ কোন কথা বলতে পারেন না। দ্রুত তার সম্পদের তদন্ত করে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন।

হাসপাতালের এক এ্যাম্বুলেন্স ড্রাইভার জানান, বড়বাবু যা বলে তাই করতে হয়। হাসপাতালের দুটি এ্যাম্বুলেন্সকেই তিনি নিজের প্রয়োজনের ব্যবহার করেন। আমরা ছোট চাকরি করি। আমাদের চাকরি হারাতে হয় এমন কোন নিউজ করেননা ভাই।

প্রধান সহকারী কাম হিসাবরক্ষক মীর হাবিবুর রহমানের সাথে কথা হলে তিনি বলেন, মোবাইলে সব কথা বলা যায় না। পৈত্রিক সম্পত্তি পেয়েছি ৮বিঘা। পরে আমি কিছু কিনেছি। সব মিয়ে ১৫ থেকে ১৬ বিঘা জমি হবে। এছাড়া বিভিন্ন সময় বড় জামাইয়ের সাথে ভূষি মালের ব্যবসা করি। এভাবেই টাকা হয়েছে। কমিশন বাণিজ্যসহ অন্যান্য সুযোগ সুবিধার বিষয়ে তিনি বলেন, কিছু লোক আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে এসকল তথ্য রটিয়েছে।

মেহেরপুর ২৫০ শয্যা জেনারেল হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক ডা. রফিকুল ইসলাম বলেন, প্রধান সহকারী মীর হাবিবুরের রহমানের বিরুদ্ধে এখনো পর্যন্ত কোন অভিযোগ পাইনি। কমিশন বাণিজ্য, এ্যাম্বুলেন্স ব্যবহারের বিষয়গুলো প্রথম শুনলাম। অভিযোগ পেলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। একই সঙ্গে তিনি যদি এ্যাম্বুলেন্স ব্যবহার করে থাকেন তাহলেও ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

গাংনীতে বিনা চিকিৎসায় রোগীর মৃত্যুর অভিযোগ, স্বজনদের বিক্ষোভ

মেহেরপুরের গাংনীতে বিনা চিকিৎসায় ইসরাফ হোসেন (৫০)নামের এক কৃষকের মৃত্যু হয়েছে বলে অভিযোগ করেছে তার পরিবার। শনিবার বিকেল সাড়ে পাঁচটার সময় গাংনী হাসপাতালের তার মৃত্যু হয়। এ ঘটনায় গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কর্মকর্তা ডাক্তার রিয়াজুল আলম সহ কর্তব্যরত চিকিৎসকদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে বিক্ষোভ শুরু করে রোগীর স্বজন ও স্থানীয়রা।

ইশরাক হোসেন পৌর এলাকার পশ্চিম আলতা দেওয়া গ্রামের রুস্তম আলীর ছেলে।

ইসরাফ হোসেনের ছোট ভাই মোস্তফা জানান, তারপর বিকেল বেলায় নিজ গ্রামের একটি মাঠে কাজ করার সময় অসুস্থ হয়ে পড়ে। স্থানীয় লোকজন তাকে উদ্ধার করে গাংনী হাসপাতালে নিয়ে আসে। জরুরি বিভাগে নেওয়ার পরে কর্তব্যরত চিকিৎসকরা চিকিৎসাসেবা দিতে গড়িমসি করে পরে উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কর্মকর্তা ডাক্তার রিয়াজুল আলম কে তার বাসভবনে ডাকতে গেলে তিনিও রোগীর সেবা দিতে এগিয়ে আসেনি বলে অভিযোগ করেন তিনি।

নিহতের স্বজন সাবেক ফুটবলার সেন্টু জানান, তার রোগীর চিকিৎসার জন্য ডাক্তারদের কাছে আকুতি মিনতি করলেও তারা কোন কথায় কর্ণপাত না করে আমার ভাইকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেয়।

ইসরাফ হোসেন এর নিকটাত্মীয় নাহার জানান, ডাক্তাররা দেখা তো দূরের কথা পেসার মাপতে ও এগিয়ে আসেনি। অবিলম্বে দোষীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে দাবি করেন তিনি।

গাংনী উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক গোলাম মোস্তফা জানান, হাসপাতালে হট্টগোলের খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে উত্তেজিত রোগীর স্বজনদের শান্ত করা হয়। তবে রোগীর স্বজনরা জানিয়েছেন বিনা চিকিৎসায় ইশরাক হোসেন এর মৃত্যু হয়েছে।

গাংনী পৌরসভার সাবেক প্যানেল মেয়র নবীরউদ্দীন বলেন একটা রোগী

বিনা চিকিৎসায় মারা যাবে এটা কাম্য হতে পারে না। বিনা চিকিৎসায় ইশরাফ হোসেনের মৃত্যু দুঃখজনক। বিষয়টি খতিয়ে দেখে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার দাবি করেন তিনি।

গাংনী উপজেলা চেয়ারম্যান ও মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এম এ খালেক জানান বিনা চিকিৎসায় রোগীর মৃত্যুর খবর পেয়ে হাসপাতালে গিয়ে কর্মরত চিকিৎসকদের সাথে কথা বলি এবং সকলকে শান্ত থাকার আহ্বান জানায়।

তবে বিনা চিকিৎসায় রোগীর মৃত্যুর ঘটনাটি মেহেরপুর জেলা প্রশাসক ও সিভিল সার্জন কে বিষয়টি অবগত করা হবে। গাংনী হাসপাতালের রোগীদের চিকিৎসা নিশ্চিত করতে ডাক্তারদের প্রতি আহ্বান জানান তিনি।

গাংনী থানার ওসি মোঃ ওবায়দুর রহমান জানান, রোগী মৃত্যুর ঘটনায় উত্তেজনার খবর পেয়ে পুলিশ পাঠানো হয়েছে বর্তমানে পরিস্থিতি শান্ত রয়েছে।

গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কর্মকর্তা ডাক্তার রিয়াজুল আলমের সাথে এ বিষয়ে কথা বলতে চাইলে তার মোবাইল ফোন বন্ধ পাওয়া যায়।

মেহেরপুরের সিভিল সার্জন মোহাম্মদ নাসির উদ্দিন জানান, বিনা চিকিৎসায় রোগীর মৃত্যুর খবর আমাকে কেউ জানায়নি তবে ওই পরিবার থেকে কেউ লিখিত অভিযোগ পেলে তদন্তপূর্বক ব্যবস্থা নেয়া হবে।

হাসপাতালে বেডে যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে নুপুর

হাসপাতালের বেডে মৃত্যু যন্ত্রনায় দিন পার করছে নুপুর। মাটি বোঝাই ট্রাকটরের নিচে পড়ে থেতলে গেছে তার শরীরের ডান পাশ। ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল থেকে ফেরত এসে মেহেরপুর তাহের ক্লিনিকে কাতরাচ্ছে। সেই সাথে আহত মেয়ের চিকিৎসা করাতে গিয়ে হাফিয়ে উঠেছে

তার পরিবার।

নুপুর শোলমারী গ্রামের পাঠানপাড়ার নজরুল ইসলামের মেয়ে। সে শোলমারী মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের ৮ম শ্রেনীর মেধাবি ছাত্রী। মোলমারী মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মাহাবুব রহমান জানান, গত ২ এপ্রিল সন্ধায় মেহেরপুর সদর উপজেলার রুদ্রনগর গ্রাম থেকে শোলমারী তার নিজ গ্রামে ফেরার পথে মাটি বোঝাই ট্রাকটরের নিচে পড়ে রক্তাক্ত জমখ হয়। এসময় স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে আসে। সেখান থেকে কর্তব্যরত ডাক্তার তাকে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে রেফার্ড করেন।

কুষ্টিয়ায় প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে তাকে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালেরেফার্ড করা হয়। এক সপ্তাহ সেখানে চিকিৎসা দেওয়ার পর ডাক্তার তাকে অন্যত্র নিয়ে যেতে বলে। অসহায় পরিবার উপায় না পেয়ে মেহেরপুরে ফেরত নিয়ে আসে। বর্তমানে নুপুর মেহেরপুর তাহের ক্লিনিকের ২য় তলায় ১নং কেবিনে মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ছে।

নুপুরের পিতা নজরুল ইসলাম জানান, নুপুরকে নিয়ে আমরা বিভিন্ন জায়গায় ছোটা ছুটি করেছি। ইতি মধ্যে প্রায় ২ লাখ টাকা খরচ হয়েছে। তার প্রতিদিন এক ব্যাগ (এবি পজিটিভ) রক্ত লাগছে যা কিনে দিতে হচ্ছে। এছাড়াও প্রতিদিন হাজার হাজার টাকার ওষুধ লাগছে। আমি গরিব মানুষ এতো আমার যা ছিল সব শেষ। আমি বুঝতে পারছিনা আমার মেয়েকে আমি কিভাবে বাঁচাবো।

নুপুরের চাচি পারভিনা খাতুন জানান, আজ প্রায় ৮দিন হতে চললো নুপুরের দুর্ঘটনা। পরিবারের সর্বোচ্চ বিলিন করে তার চিকিৎসা করানো হচ্ছে। ডা. তাহের বলেছে প্রায় ৫ লাখ টাকা খরচ হবে পরোপুরি ভালো হতে।

তাহের ক্লিনিকের সেবিকা সোনালী খাতুন জানান, তার ক্ষতস্থানে প্রতিদিন ড্রেসিং করা হচ্ছে। অন্যদিনের তুলনায় এখন ভালো আছে। ডা. তাহের জানান, রোগীর বর্তমান অবস্থা অনেক ভালো। তার জীবন নিয়ে আর কোন শঙ্কা নেই। আল্লাহর রহমতে সে ধিরে ধিরে সুস্থ হচ্ছে। কিন্তু তার বেশ কয়েকটা অপারেশন করতে হবে। এতে প্রায় ৩ লাখ টাকা খরচ হতে পারে। পুরোপুরি সেরে উঠতে বেশ সময় লাগবে।

শোলমারী গ্রামের ইউপি সদস্য আক্তারুল ইসলাম জানান, রুদ্রনগর গ্রামের বুলু নামের এক ট্রাকটর ড্রাইভারের গাড়িতে এই দুর্ঘটনা ঘটে। ঘটনার পর ড্রাইভার বুলু রোগীর খোজ খবর নিচ্ছে। আজকেও আমার

কাছে এসেছিল সে বলেছে রোগীর জন্য যতটুকু সম্ভব আমি সাহায্য করবো।

কুষ্টিয়া ২৫০ শয্যা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে বসছে পিসি আর ল্যাব

কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চালু হতে যাচ্ছে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত অথবা সন্দেহ ভাজন রোগীদের শনাক্ত করার পলিমার্স চেইনরি একশান (পিসিআর) ল্যাব।

কুষ্টিয়া ২৫০ শয্যা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের একটি ভবনে এই ল্যাব স্থাপনের কাজ চলছে। এই ল্যাব চালু হলে আইইডিসিআর ও বিভাগীয় শহর গুলোর পাশাপাশি এটা হবে দেশের ১১ তম পিসি আর ল্যাব।

কুষ্টিয়া ২৫০ শয্যা বিশিষ্ঠ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের আবাসিক চিকিৎসক তাপস কুমার সরকার বলেন, ল্যাবের কাজ কালকের মধ্যেই শেষ হবে।

এরপর আইইডিসিআর থেকে কিছু সরঞ্জাম আসলে সেগুলো বসিয়ে এবং ল্যাব টেকনিশিয়ানদের প্রশিক্ষন সম্পন্ন করে আগামী ১০ দিনের মধ্যেই কুষ্টিয়াতে করোনা টেষ্ট সম্ভব হবে।